এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

নবম বর্ষ, সংখ্যা ঃ ১৩, সাপ্তাহিক ২৯ মার্চ ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 29 March. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 9, Issue 13, Rs. 2

শান্তিপূর্ণ ভোটে জোর শিলিগুড়িতে পাঁচ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী, কড়া নজরদারিতে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃআসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে শিলিগুড়িতে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ । এখনো পর্যন্ত শহরে পাঁচ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী এসে পৌঁছেছে বলে জানানো হয়েছে।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার জানান যে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে প্রতিটি ক্ষেত্রে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আগের বিধানসভা নির্বাচনে শিলিগুড়িতে মোট ৫৩ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন ছিল। এবারের নির্বাচনেও সেই সংখ্যার কাছাকাছি বাহিনী আসার সম্ভাবনা রয়েছে এবং ৩১ তারিখের আগেই অতিরিক্ত ফোর্স শহরে পৌঁছে যাবে।

শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নাকা চেকিং চালানো হচ্ছে। বর্তমানে আটটি জায়গায় নাকা চেকিং চলছে, পাশাপাশি ১০টি ফ্লাইং স্কোয়াড শহরের বিভিন্ন প্রান্তে টহল দিচ্ছে। এছাড়া ১২টি বিশেষ চেকিং কাউন্টার খোলা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনো পর্যন্ত শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ এলাকার কোনো থানায় রাজনৈতিক সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ জমা পড়েনি। উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা নিয়মিত বিভিন্ন থানায় গিয়ে এলাকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং প্রতিটি থানার ওসি ও আইসি-রা নিজ নিজ এলাকায় সতর্ক নজর রাখছেন।

নির্বাচন কমিশন যে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর বিশেষ নজর দিতে নির্দেশ দিয়েছে, সেগুলির উপর বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রশাসন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোনো ধরনের অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না বলেও স্পষ্ট জানানো হয়েছে।

ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে কেউ কাউকে ভয় দেখাতে বা প্রলোভন দিতে না পারে। কোনো বুথে জটলা বা অনিয়ম না হয়, সেদিকেও কড়া নজর থাকবে পুলিশের। পাশাপাশি, ভোটাররা যাতে নির্ভয়ে বুথে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেটাই প্রশাসনের মূল লক্ষ্য।

পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা স্পষ্টভাবে জানান, শিলিগুড়িতে একটি শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন করাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য।

নির্ভীক আইপিএস কালিয়াপ্পন জয়রামন নির্বাচনের আগে কড়া বার্তা, জীবনের অজানা গল্প একান্ত সাক্ষাৎকারে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃআসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে কোনোভাবেই বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না;এমনই স্পষ্ট ও কড়া বার্তা দিলেন বিশিষ্ট সৎ ও নির্ভীক পুলিশ অফিসার কালিয়াপ্পন জয়রামন। নির্বাচন যাতে সম্পূর্ণ অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য ইতিমধ্যেই পুরোদমে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে পুলিশ প্রশাসন। শুরু হয়েছে মদ ও বেআইনি অস্ত্রের বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান, পাশাপাশি বিভিন্ন দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার করার কাজও চলছে জোর কদমে।

মঙ্গলবার 'খবরের ঘন্টা'-র সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে তিনি শিলিগুড়িতে রাজ্য পুলিশের উত্তরবঙ্গ রেঞ্জের আইজি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। একইসঙ্গে তিনি রাজ্য পুলিশের এডিজি পদেও কর্মরত রয়েছেন।

তবে শুধু নির্বাচন নয়, সমাজের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও খোলামেলা কথা বলেছেন এই অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার। কেন বাড়ছে সাইবার ক্রাইম;তার বিশ্লেষণ যেমন দিয়েছেন, তেমনই তুলে ধরেছেন বর্তমান প্রজন্মের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জগুলিও।

চলতি বছরেই চাকরি থেকে অবসর নিতে চলেছেন এই নির্ভীক অফিসার। কিন্তু অবসরের পর তাঁর পরিকল্পনা কী? কোথায় যাবেন? কীভাবে কাটাবেন সময়? সেই প্রশ্নের উত্তরও মিলবে এই বিশেষ সাক্ষাৎকারে।

আজকের প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের জন্যও রয়েছে বিশেষ বার্তা। কেউ যদি আইপিএস হতে চায়;তা কি সম্ভব? কীভাবে তৈরি হতে হবে সেই পথের জন্য? নিজের জীবনসংগ্রামের উদাহরণ টেনে তিনি জানিয়েছেন, কীভাবে বাবার সঙ্গে কৃষিকাজ করা এক সাধারণ ছেলে ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছেন একজন আইপিএস অফিসার।

শুধু তাই নয়, শিলিগুড়িতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার থাকাকালীন সময়ের এক রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথাও উঠে এসেছে;যেখানে তিনি ট্রাক ড্রাইভার সেজে নিজেই নেমেছিলেন

দ্বিতীয় পাতায়

পয়লা বৈশাখে টিকে থাকার লড়াই;অনলাইনকে টক্কর দিতে নতুন কৌশলে শিলিগুড়ির ছোট ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃবাংলার অন্যতম প্রধান উৎসব পয়লা বৈশাখকে ঘিরে নতুন জামাকাপড় কেনার ঐতিহ্য আজও অটুট। প্রতি বছরই নববর্ষকে সামনে রেখে বস্ত্র ব্যবসায়ীরা নতুন সংগ্রহ নিয়ে প্রস্তুতি নেন। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনলাইন শপিং ও বড় বড় মলের প্রভাব বেড়ে যাওয়ায় ছোট ব্যবসায়ীরা পড়েছেন চরম প্রতিযোগিতার মুখে। তবুও হার মানতে নারাজ তারা; বরং নতুন কৌশল নিয়েই শুরু হয়েছে

দ্বিতীয় পাতায়

Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

ভোট মানেই দায়িত্ব;গণতন্ত্র রক্ষায় সচেতন নাগরিকের অঙ্গীকার

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার। এই একটি অধিকারই নাগরিককে রাষ্ট্র পরিচালনার অংশীদার করে তোলে। তাই ভোট শুধুমাত্র একটি প্রক্রিয়া নয়, এটি এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, এক সামাজিক অঙ্গীকার।

প্রতিবার নির্বাচন এলেই রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ে, প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যায়, আর বিভিন্ন দল নিজেদের মতাদর্শ তুলে ধরতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর মাঝেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে সাধারণ ভোটারের। কারণ শেষ পর্যন্ত তাঁর একটিমাত্র ভোটই নির্ধারণ করে ভবিষ্যতের দিশা।

তবে বর্তমান সময়ে ভোটকে ঘিরে নানা প্রশ্নও সামনে আসে। কোথাও রাজনৈতিক হিংসা, কোথাও ভুয়ো প্রচার, আবার কোথাও উদাসীনতা;এই সবকিছুই গণতন্ত্রের পক্ষে অশনিসংকেত। অনেকেই মনে করেন, আমার এক ভোটে কীই বা হবে?;এই মানসিকতা ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক কাঠামোকেই দুর্বল করে দেয়।

সচেতনতা এখানে সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি। ভোট দেওয়ার আগে প্রার্থীর যোগ্যতা, কাজের পরিধি এবং সমাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা বিচার করা জরুরি। শুধু আবেগ বা প্রভাবিত হয়ে নয়, তথ্য ও বিবেচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়াই একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের পরিচয়।

একইসঙ্গে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও দায়িত্ব রয়েছে এই পরিবেশ বজায় রাখতে সহযোগিতা করার।

ভোট শুধুমাত্র নিজের অধিকার প্রয়োগ নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সঠিক দিশা নির্ধারণের মাধ্যম। তাই ভোটের দিনটি শুধু একটি ছুটির দিন নয়;এটি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার দিন।

সাপ্তাহিক খবরের ঘন্টা-র পক্ষ থেকে সকল ভোটারকে আবেদন;নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন সচেতনভাবে, নির্ভয়ে এবং দায়িত্বের সঙ্গে। কারণ আপনার একটি সঠিক সিদ্ধান্তই গড়ে দিতে পারে আগামী দিনের সুস্থ ও সুন্দর সমাজ।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

নির্ভীক আইপিএস.....

প্রথম পাতার পর

দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার করার অভিযানে। কেন তিনি কখনোই দুষ্কৃতিদের ভয় পাননি, আজও পান না;সেই মানসিকতার কথাও উঠে এসেছে তাঁর বক্তব্যে।

একজন অফিসার হিসেবে নয়, একজন মানুষ হিসেবে তিনি কেমন? অবসর সময়ে কী করতে ভালোবাসেন? আর তাঁর কর্মজীবনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা নিয়ে কি কোনো বই প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে?;এসব প্রশ্নের উত্তরও মিলবে এই সাক্ষাৎকারে।

এই সমস্ত অজানা, অনুপ্রেরণামূলক এবং রোমাঞ্চকর গল্প জানতে চোখ রাখুন 'খবরের ঘন্টা'-র ডিজিটাল বা সোস্যাল মিডিয়ায় দেখুন ধারাবাহিক বিশেষ প্রতিবেদন

নির্বাচনী কর্মসূচি জোরদার, পাথরঘাটায় পুজো সেরে লালপুলে জনসংযোগে প্রার্থী আনন্দময় বর্মন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিধানসভা নির্বাচনের সূচি ঘোষণার পর মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার কর্মসূচি ধীরে ধীরে গতি পাচ্ছে। মঙ্গলবার সকালে এই কেন্দ্রের এক প্রার্থী আনন্দময় বর্মন নির্ধারিত কর্মসূচিতে অংশ নেন।

দিনের শুরুতে তিনি পাথরঘাটা এলাকার একটি প্রাচীন কালী মন্দিরে পুজো অর্চনা করেন। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। এসময় তাঁর সঙ্গে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তীতে তিনি লালপুল এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন। ছোট আকারে কয়েকটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা গেছে।

প্রচারের সময় এলাকায় স্থানীয়দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রার্থী জানান, তিনি এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও মানুষের মতামত সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করছেন।

এদিকে, এই কেন্দ্রের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও নিজেদের মতো করে নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। নির্বাচনের আগে এলাকায় সার্বিক রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পয়লা বৈশাখে টিকে.....

প্রথম পাতার পর

টিকে থাকার লড়াই।

চৈত্র সেল, আকর্ষণীয় ছাড় ও বিভিন্ন অফারের মাধ্যমে ক্রেতাদের টানতে ইতিমধ্যেই প্রস্তুত ব্যবসায়ীরা। অনেক এলাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু হয়েছে হোম ডেলিভারি পরিষেবাও। শিলিগুড়ির মহাবীরস্থান সংলগ্ন কালীবাড়ি রোড;এক সময়ের জমজমাট পুরনো বাজার;সেখানকার ব্যবসায়ীরাও এবার নতুনভাবে নিজেদের সাজিয়ে তুলছেন।

তবে সমস্যা একটাই;থানা মোড় থেকে রেলগেট পর্যন্ত প্রতিদিনের যানজট। এই যানজটের জেরে বহু ক্রেতাই সরাসরি দোকানে এসে কেনাকাটা করতে অনীহা প্রকাশ করছেন। ফলে ব্যবসায় বড় ধাক্কা লেগেছে। শিলিগুড়ি কালীবাড়ি রোড ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক দীপক চন্দ্র দে জানান, তআগে পয়লা বৈশাখের আগে এত ভিড় থাকত যে দম ফেলার সময় পাওয়া যেত না। এখন সেই চিত্র নেই। ব্যবসা প্রায় চল্লিশ শতাংশ কমে গিয়েছে।দ

তবে হতাশ না হয়ে ব্যবসায়ীরা এখন নতুন ভাবনায় এগোচ্ছেন। বিভিন্ন অফার, ছাড়ের পাশাপাশি হোম ডেলিভারি পরিষেবার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। দীপকবাবুর কথায়, তঅনলাইনে কেনাকাটায় আগে থেকেই পুরো টাকা দিতে হয়। কিন্তু আমাদের এখানে ক্রেতারা অনেক সময় বাকিতেও জিনিস নিতে পারেন। এছাড়া অনলাইনে পণ্য বদলাতে গিয়ে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়, অথচ স্থানীয় দোকান থেকে কেনাকাটা করলে সহজেই বদল করা যায়।দ

এই প্রেক্ষাপটে দীপক চন্দ্র দে-র ৫৮ বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠান 'শিলিগুড়ি হোসিয়ারী হাউস এন্ড রেডিমেড গার্মেন্টিস' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালীবাড়ি রোডে অবস্থিত এই দোকানে পুরুষদের গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া থেকে শুরু করে মহিলাদের ব্রা, পেন্টি;সবই পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি রয়েছে মোজা ও বিভিন্ন হোসিয়ারি পণ্য। বিশেষ করে তউত্তম কুমার গেঞ্জিদ-র চাহিদা নাকি এখনও বেশ তুঙ্গে।

বর্তমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখানেও যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল পরিষেবা। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অর্ডার দিয়ে অনলাইন পেমেন্ট করেও পণ্য বুক করা যাচ্ছে, এবং সুবিধামতো হোম ডেলিভারিও দেওয়া হচ্ছে। যোগাযোগের নম্বর ৯৪৭৫৯৬১৩৪৩।

সব মিলিয়ে বলা যায়, চ্যালেঞ্জ যতই থাকুক;উদ্ভাবনী ভাবনা ও গ্রাহককেন্দ্রিক পরিষেবার মাধ্যমে ছোট ব্যবসায়ীরা নতুন করে নিজেদের জায়গা করে নিতে চাইছেন। আর এই লড়াইয়ের গল্পই তুলে ধরছে 'খবরের ঘন্টা';যেখানে প্রতিটি ব্যবসায়ীর প্রচেষ্টা ও সম্ভাবনার কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠার সুযোগ।

শিলিগুড়িতে শিক্ষাঙ্গনে সহজযোগের বার্তা, মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলে সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শ্রী মাতাজি নির্মলাদেবীর প্রতিষ্ঠিত সহজযোগ একটি আধ্যাত্মিক ধ্যানপদ্ধতি, যার মূল উদ্দেশ্য মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণ এবং মানসিক প্রশান্তি অর্জন। 'সহজ' অর্থ স্বাভাবিক এবং 'যোগ' অর্থ সংযোগ; অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ নিজের আত্মার সঙ্গে এক স্বাভাবিক সংযোগ স্থাপন করতে পারে।

এই দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে কুণ্ডলিনী শক্তির ধারণা, যা মানুষের শরীরে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। সহজযোগের মাধ্যমে এই শক্তির জাগরণ ঘটিয়ে বিভিন্ন চক্র অতিক্রম করে আত্ম-উপলব্ধির স্তরে পৌঁছনো যায়। নিয়মিত ধ্যান মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে, মনকে স্থির রাখে এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। উল্লেখ যোগ্যভাবে, এই ধ্যানপদ্ধতি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শেখানো হয় এবং এতে কোনো জটিল নিয়ম বা কঠিন সাধনার প্রয়োজন পড়ে না।

এই প্রেক্ষাপটে বুধবার শিলিগুড়ি সহজযোগার উদ্যোগে মহকুমার বিধাননগর এলাকার ব্যতিক্রমী আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলে এক সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সহজযোগার পক্ষ থেকে বিশিষ্ট সমাজসেবী মিলি সিনহা সহ অন্যান্য সদস্যরা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন।

তাঁরা সহজযোগের গুরুত্ব তুলে ধরে জানান, কীভাবে এই ধ্যানপদ্ধতির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারে এবং নিজেদের একাগ্রতা ও মনোযোগ বৃদ্ধি করতে পারে। আলোচনায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় পড়াশোনার পাশাপাশি মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তার উপর।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, নিয়মিত ধ্যান বা মেডিটেশন ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক উন্নয়নে অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে। তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে সহজযোগ বা ধ্যানচর্চা চালু করার বিষয়ে সহজযোগার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

এই ধরনের উদ্যোগ শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশা দেখাচ্ছে, যেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি মানসিক সুস্থতা ও আত্মিক উন্নয়নকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

আধ্যাত্মিকতার আলোকযাত্রা শিলিগুড়িতে সদগুরু স্বামী দেবানন্দ মহারাজের আগমন ঘিরে উৎসাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ির আকাশে আবারও এক অনন্য আধ্যাত্মিক আবহের সূচনা হলো। ভক্তদের মধ্যে নতুন করে ধর্মীয় চেতনা ও অন্তরের শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে শহরে এলেন বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক গুরু সদগুরু স্বামী দেবানন্দ মহারাজ। স্বামী দেবানন্দ মহারাজ একজন সুপরিচিত আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক ও প্রজ্ঞাবান প্রবচনকার, যিনি বর্ধমানের স্বামী দেবানন্দ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভক্তদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা, প্রবচন ও কীর্তনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তাঁর বক্তব্যে সদগুরুর গুরুত্ব এবং এক নির্মল, বৈষম্যহীন ধর্মীয় জীবনের দর্শন বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। তিনি মনে করেন, তকোনও ধরনের বৈষম্যমুক্ত ধর্মীয় জীবনই প্রকৃত ঈশ্বরিক জীবন।দ এই ভাবনাকে সামনে রেখেই তিনি সকল মানুষকে জাতি-ধর্মের বিভেদ ভুলে একত্রিত হয়ে আধ্যাত্মিকতার পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

২৩শে মার্চ ২০২৬ রবিবার শিলিগুড়ির সেবক রোড সংলগ্ন উত্তরবঙ্গ মারোয়ারি প্যালেসে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে ছিলো দিনভর নানা আধ্যাত্মিক কর্মসূচি। সকালে ৮টা থেকে শুরু হয় সত্য যুগশান্তি মহানাম যজ্ঞ, এরপর সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত হয় দীক্ষা অনুষ্ঠান।

সকাল ১০টা৩০ থেকে ভক্তদের জন্য ছিলো দর্শন ও প্রণাম।

এরপর সকাল ১১টা থেকে শুরু হয় উদ্বোধন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যা সন্ধ্যা ৬টা৩০ মিনিট পর্যন্ত চলে।

দুপুর ১টা এবং রাত ৮টায় নির্ধারিত ছিলো স্বামীজির বিশেষ প্রবচন, যার পরেই ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয় মহাপ্রসাদ। এই মহতী আয়োজন ভক্তদের জন্য এক বিরল সুযোগ; একদিকে আধ্যাত্মিক সাধনার স্পর্শ, অন্যদিকে জীবনের গভীর অর্থ খোঁজার এক আন্তরিক প্রচেষ্টা। শহরের নানা প্রান্ত থেকে ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় এই অনুষ্ঠান ঘিরে । আয়োজকদের পক্ষ থেকে সকলকে এই পবিত্র অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানানো হয়, যাতে একসঙ্গে সকলে খুঁজে নিতে পারেন শান্তি, সম্প্রীতি ও আত্মিক উন্নতির পথ।

বিভিন্ন সময় অসংখ্য দরিদ্র অসহায় মানুষকে সহযোগিতা করেছেন সদগুরু স্বামী দেবানন্দ মহারাজ। বহু দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রী তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।আবার অনেক গুরুতর অসুখে আক্রান্ত ব্যক্তি তাঁর আশীর্বাদে সুস্থ হয়েছেন।প্রতিভাবান এবং ব্যতিক্রমী এই মহান আধ্যাত্মিক পুরুষ মানুষের কল্যানে বহু ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনা করেছেন। যা এদিনের অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন মহারাজ অনুরাগী শিল্পীরা।সমাজের বিভিন্ন প্রান্ত বিশেষ করে বহু শিক্ষক, অধ্যাপক,চিকিৎসক, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব,সমাজসেবী আজ তাঁর দর্শন অনুসরণ করছেন।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ীতে বড় সমাবেশে রাজনৈতিক আবহ গরম, উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ী বিধানসভা এলাকায় নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমেই বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে বুধবার জাবরাভিটা হাই স্কুলের মাঠে একটি বড় জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়, যেখ ানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সভায় স্থানীয় প্রার্থী রঞ্জন শীল শর্মার সমর্থনে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ী এলাকার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রসঙ্গেও মত প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্যে রাজনৈতিক সমালোচনাও উঠে আসে, যা উপস্থিত জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি এলাকার প্রার্থী গৌতম দেব, জলপাইগুড়ির প্রার্থী কৃষ্ণ দাস, এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগ্গার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এছাড়াও শিলিগুড়ি পৌর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রতিনিধিরা এবং স্থানীয় দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা সভায় অংশ নেন।

অনলাইন বাণিজ্যের চাপে বিপাকে শিলিগুড়ির ক্ষুদ্র ব্যবসা, পয়লা বৈশাখের আগে লড়াইয়ের ডাক খুচরা ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি, যা দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যনগরী হিসেবে পরিচিত, প্রতিদিনই ভিড় জমায় পাহাড়ি এলাকা, প্রতিবেশী রাজ্য এবং এমনকি প্রতিবেশী দেশ থেকেও আগত ক্রেতাদের উপস্থিতিতে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি যেমন বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে প্রতিযোগিতাও। কিন্তু এই বৃদ্ধির মধ্যেই এক গভীর সঙ্কটে পড়েছেন স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা।

অনলাইন কেনাকাটার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা এবং শপিং মলের আধিপত্যের ফলে প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ টাকা শহরের বাইরে চলে যাচ্ছে। এতে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন শিলিগুড়ির ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা। বিষয়টি নিয়ে পয়লা বৈশাখের প্রাক্কালে আবারও সরব হয়েছেন বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায়মুহুরি।

তিনি জানিয়েছেন, বর্তমানে শিলিগুড়ি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা মিলিয়ে মোট ১০৩টি ব্যবসায়ী সংগঠন এই সমিতির অধীনে কাজ করছে। সব মিলিয়ে নথিভুক্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সংখ্যা প্রায় ৩৭ হাজার। দিনকে দিন তা বাড়ছে।উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাই বিপুল পরিমাণ বিক্রয় কর প্রদান করে রাজ্যের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁদের ব্যবসা কার্যত তলানিতে এসে ঠেকেছে।

এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় ব্যবসায়ী সংগঠন ইতিমধ্যেই নতুন কৌশল গ্রহণ করতে চলেছে। বিপ্লব রায়মুহুরি জানান, ছোট, মাঝারি এবং বড়;সব ধরনের ব্যবসায়ীদের একত্রিত করে তাঁরাও এবার অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের পরিকল্পনা করছেন। পাশাপাশি, ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন পণ্যে ছাড় দেওয়া এবং হোম ডেলিভারি পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

সামনে বাংলা নববর্ষ এবং হালখ াতার সময়কে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীরা নতুন উদ্দীপনায় নিজেদের প্রস্তুত করছেন। বিপ্লববাবুর মতে, স্থানীয় দোকান থেকে কেনাকাটার ক্ষেত্রে ক্রেতারা বেশ কিছু বাড়তি সুবিধা পান; যেমন বাকিতে পণ্য কেনার সুযোগ, কিংবা পণ্য খারাপ বা সাইজ ঠিক না হলে সহজেই তা পরিবর্তন করার সুবিধা। যা অনলাইন কেনাকাটার ক্ষেত্রে অনেক সময় জটিল হয়ে দাঁড়ায়।

এই প্রেক্ষাপটে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বাঁচাতে এবং শহরের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃত্ব। তাঁদের মতে, স্থানীয় ব্যবসাকে সমর্থন করলেই টিকে থাকবে শিলিগুড়ির নিজস্ব অর্থনীতি ও ব্যবসায়িক ঐতিহ্য।

ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের আড়ালে মদের ব্যবসার অভিযোগে উত্তেজনা, বিক্ষোভে সরব ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃশিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন ৪২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের আড়ালে মদের দোকান চালানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে রবিবার উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে দোকানের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভে সামিল হন শিলিগুড়ি রাজবংশী ক্ষেত্রীয় ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যরা।

এদিন বিক্ষোভকারীরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে দোকানের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ করেন এবং বিভিন্ন স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে এলাকা। তাঁদের অভিযোগ, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের নাম ব্যবহার করে গোপনে মদের ব্যবসা চালানো হচ্ছে, যা স্থানীয় সামাজিক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

আন্দোলনকারীরা জানান, ২০২৪ সালেও একই স্থানে একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান খোলা হয়েছিল। তখন স্থানীয়দের তীব্র প্রতিবাদের মুখে সেই দোকান বন্ধ করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। এবার ফের একই জায়গায় এমন উদ্যোগ নেওয়ায় ক্ষোভ আরও তীব্র হয়েছে। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলেই তাঁদের আশঙ্কা।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শোভা সুব্বা । তিনি দোকানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এবং বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন।

কাউন্সিলর জানান, এলাকাবাসীর অভিযোগকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। দোকানের মালিক বর্তমানে চিকিৎসার জন্য বাইরে রয়েছেন, তিনি ফিরে এলে সকল পক্ষকে নিয়ে বসে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান খোঁজা হবে।

দীর্ঘ সময় ধরে বিক্ষোভ চলার পর প্রশাসনের আশ্বাসে আন্দোলনকারীরা অবস্থান তুলে নেন এবং পরবর্তীতে দোকানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এদিকে, শিলিগুড়ি ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় ক্রমশ মদের দোকানের সংখ্যা বাড়ছে বলে অভিযোগ উঠছে। এসব দোকানে নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের ভিড় বাড়তে দেখা যাচ্ছে, যা সমাজের জন্য উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন অনেকে। সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন প্রান্তে মদের বিক্রি চলতে থাকায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করছেন স্থানীয়রা।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধূ নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে , যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

আমাদের অঙ্গীকার

সংবাদপত্র শুধু খবর দেয় না, দিকনির্দেশও দেয়।

আমাদের অঙ্গীকার--

সত্যপ্রকাশ ,

সমাজের গঠনমূলক খবর তুলে ধরা ,

তরুন প্রজন্মকে অনুপ্রানিত করা,

স্থানীয় প্রতিভাকে সামনে আনা।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি ইতিবাচক সংবাদ অনেক সময় একটি পরিবারের মনোবল বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি সঠিক তথ্য একজন নাগরিককে সচেতন করে তুলতে পারে।

খবরের ঘন্টা থাকবে মানুষের পাশে--সততা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে

বাপি ঘোষ

সম্পাদক , খবরের ঘন্টা

বিধানসভা ভোটের আগে শিলিগুড়িতে কড়া নজরদারি, কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে এলাকায় পরিদর্শনে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃআসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শিলিগুড়িতে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করতে মাঠে নামল প্রশাসন। পুলিশ কমিশনার, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সহ পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে শহরের ৭, ৮ এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শন করলেন ।

পরিদর্শনের সময় আধিকারিকরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ঘুরে দেখেন এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের মতামত ও উদ্বেগের বিষয়গুলোও শোনেন। ভোটকে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু পরিবেশে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনের আগে শহরের সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে নজরদারি আরও বাড়ানো হবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল জোরদার করার পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী নাকা চেকিং ও ফ্ল্যাগ মার্চও চালানো হতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের এই ধরনের আগাম পদক্ষেপ সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা বাড়ায় এবং একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্বত্বাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ, মূদ্রক ঃ বাপি ঘোষ, প্রকাশক ঃ বাপি ঘোষ। মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি-০৬, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh Mobile No. 98320-64424, email : bapighosh300@gmail.com / khabarerghanta@gmail.com, whatsapp : 9641859567 Vol. 9 Issue 13

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)